মুজিবনগর সংগ্রাম কমিটির নেতা মোমিন চৌধুরী অসুস্থ

ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকারের অন্যতম নেতা, বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া সংগ্রাম কমিটির বাগোয়ান ইউনিয়নের আহবায়ক প্রবীণ আওয়ামীলীগ নেতা মোমিন চৌধুরী অসুস্থ হয়ে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

তার কিডনীতে পাথর ও বার্ধক্যজনিত কারণে আজ মঙ্গলবার দুপুরের দিকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের লোকজন মোমিন চৌধুরীকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালের আইসিইউতে রয়েছেন।

মোমিন চোধুরীর ছেলে ইতালি প্রবাসী মো: সোলাইমান চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি তার পিতার আশু রোগ মুক্তির জন্য সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন।

উল্লেখ্য, মোমিন চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর ডাকে পাড়ায় পাড়ায় সংগ্রাম কমিটি গঠণ করে ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলার আহবানে সাড়া দিয়ে তৎকালিন সময়ে বাগোয়ান ইউনিয়ন কমিটি গঠণ করেছিলেন। তার নেতৃত্বে গঠিত সংগ্রাম এলাকায় পাক বিরোধী একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে ওঠে।

এছাড়া ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর বিপ্লবী সরকার গঠণে স্থানীয় নেতা হিসেবে মোমিন চৌধুরীর ভূমিকা ও সাংগাঠনিক দক্ষতা তাকে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। মোমিন চৌধুরী দীর্ঘদিন যাবৎ মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি হিসেবে দায়ীত্ব পালন করে আসছেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক বলেন মোমিন চৌধুরী রাজনৈতিক অঙ্গণে একজন বর্ষিয়ান নেতা। বার্ধক্য জনিত কারণে তিনি এখন মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তার আশু রোগ মুক্তির জন্য সকলের কাছেই দোয়া কামনা করেন।

গাংনীতে বিষপানে যুবকের মৃত্যু, গৃহবধুর আত্মহত্যার চেষ্টা

বাবার সাথে ঝগড়ার জের ধরে বিষপান করার ৬ দিন পর মারা গেছেন নুর নবী(২২) নামের এক যুবক।
গত আগষ্ট মাসের ২৯ তারিখে বাবার সাথে ঝগড়ার জের ধরে নুন নবী বিষ পান করেন। দীর্ঘ ৬ দিন চিকিৎসার পর শনিবার
(৩ সেপ্টেম্বর) রাত আনুমানিক ৮ টার দিকে কৃুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার সময় গাংনী বাজারের উপর মারা যায় সে।
নুর নবী গাংনী উপজেলার কসবা মাঝেরপাড়া এলাকার মর্তেজ মিস্ত্রির ছেলে। সে নিজেও পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন।
জানা গেছে, বাবার সাথে ঝগড়ার জের ধরে সে বিষপান করেছিলো। ৬ দিন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার পর আজকে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। ফলে তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।
শনিবার বিকালের দিকে তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার সময় গাংনী বাজারের উপর মারা যায় সে।
এদিকে পারিবরিক কলহের জের ধরে মুন্নি খাতুন (৩৫) নামের এক গৃহবধু গলাই দঁড়ি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছে।
মুন্নি খাতুন গাংনী উপজেলার চাঁদপুর গ্রামের রাশিদুল ইসলামের স্ত্রী।
শনিবার বিকালে পারিবরিক কলহের জের ধরে সে গলাই দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আবির হাসান তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে

অভিযান, ৩ নারীর কারাদণ্ড

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে অভিযান চালিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় হাসপাতালে সেবা নিতে আসা রোগী ও স্বজনদের সঙ্গে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে তিন নারীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

রোববার দুপুরে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শিফাতুর নাহার ও ঈশিতা আকতার অভিযান চালিয়ে এ আদেশ দেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- শহরের হাউজিং বি ব্লক এলাকার মজিবর রহমানের মেয়ে শাপলা খাতুন (২৭), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার শেখ পাড়ার শহিদুল ইসলামের স্ত্রী ময়না খাতুন (৪০) ও সদর উপজেলার চৌড়হাস এলাকার মৃত হারুন মণ্ডলের মেয়ে যুথি খাতুন (৩০)।

আদালত সূত্র জানায়, দীর্ঘদিন ধরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে দালালরা অসহায় সাধারণ রোগীদের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছেন। এ অভিযোগে তিনজন নারীকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে একজনকে এক মাস ও অপর দুজন ২১ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

এ বিষয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক শিফাতুর নাহার জানান, শাপলাকে এক মাস, ময়না ও যুথিকে ২১ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে ইউপি সদস্য আহত হাসাপাতালে চিকিৎসাধীন

প্রতিপক্ষের হামলায় আহত হয়েছেন ইউপি সদস্য ও যুবলীগ নেতা তাইজুল ইসলাম। শনিবার রাত ৮ টায় ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুর উপজেলার দমদমা বাজারে। বর্তমানে সে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, ২৮ আগস্ট কোটচাঁদপুর উপজেলার আশাননগর কুল্লা গাছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং নির্বাচন। এ নির্বাচন ঘিরে কয়েক দিন যাবৎ ওই এলাকায় উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তাপ চলছিল। এ ঘটনা এরই বহির প্রকাশ বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

ভুক্তভোগী ইউপি তাইজুল ইসলাম বলেন, বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে আমি চেয়ারম্যান মিজানুর খানের পক্ষে কাজ না করায়, তাঁর লোকজন আমাকে মেরে আহত করেছেন।

তিনি বলেন,শনিবার রাত ৮ সময় স্থানীয় দমদমা বাজারে মশিয়ারের চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলাম। এ সময় ওই দোকানে আসেন সাজ্জাদ হোসেন। সে এসে বলেন তুই নাকি আমাদের বিপক্ষে ভোট করছিস। এরমধ্যেই আরো ১০/১২ ওইস্থানে আসেন। ঘিরে ধরে আমাকে রড, হাতুড়ি দিয়ে মারতে থাকে।

পরে স্থানীয় এসে আমাকে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য গাড়িতে তোলেন। তারা আমাকে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে ও বাধা সৃষ্টি করেন। পরে সার্কেল সাহেবের হস্তক্ষেপে আমি হাসপাতালে আসতে পারি। এ সময় ৮৫ হাজার টাকা, সোনার চেইন, তারা ছিনিয়ে নেন বলে দাবি ইউপি সদস্যের। তাইজুল ইসলাম এলাঙ্গী ইউনিয়ন পরিষদের ২ নম্বর ওর্য়াডের ইউপি সদস্য। এ ছাড়া তিনি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি। সে উপজেলার আশাননগর গ্রামের মৃত হবিবর রহমানের ছেলে।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক তানভির জামান বলেন,সারা শরিরে কালো ফুলা দাগ রয়েছে। চিকিৎসা দিয়ে ভর্তি রাখা হয়েছে। এ ছাড়া হাতের এক্সরে করতে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট আসলে বলা যাবে কি অবস্থা।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাইমিনুল ইসলাম জানান, ওই সময় রাউন্ডে ছিলাম। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি তাইজুল নামের একজন বেঞ্চের উপর শুয়ে আছে। এ সময় কে মেরেছে জানতে চাইলে,বলেন,রাজিব,আক্তার,শিপলু সহ কয়েক জন মিলে মারপিট করেছে।

তিনি বলেন,জানতে পারলাম রবিবার একটা স্কুলের ম্যানেজিং কিমটির নির্বাচন রয়েছে। ওই নির্বাচন ঘিরে প্রতিপক্ষরা তাকে মারতে পারে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

হাসপাতালের রোগীদের প্রলোভন দেখিয়ে ক্লিনিকে নিয়ে হয়রানী ও অর্থ লুটে নেয়

মেহেরপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাসপাতালে দালাল চক্রের ৪ সদস্য প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে অর্থদন্ড করেছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের আরডিসি হুমায়ন কবির।

আজ রবিবার (১৪ আগষ্ট) দুপুরের দিকে এ অভিযান পরিচালনা করেন তিনি।

এরা হলেন, মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার মজিবর রহমানের ছেলে শামসুল আলম (৪৫), হঠাৎপাড়া এলাকার রবিউল ইসলামের ছেলে উজ্জল হোসেন (২৩) সদর উপজেলার যাদবপুর গ্রামের সামসুল ইসলামের ছেলে রকিব উদ্দীন (২৭) ও একই গ্রামের আসারুল ইসলামের ছেলে জামাল উদ্দীন (২৩)।

এর আগে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি’র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল আলমের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশের একটি টিম ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে দালান চক্রের এই ৪ সদস্যকে আটক করেন।

আটক দালাল চক্রের এই ৪ সদস্যকে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও মেহেরপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হুমায়ুন কবিরের আদালতে নিলে মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ এর ৭(১) ধারায় তাদের প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে অর্থদন্ড করা হয়।

ডিবি’র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম বলেন, দন্ডিত দালাল চক্রের এই চারজন বিভিন্ন ক্লিনিকে দালাল হিসেবে কর্মরত। তারা মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে আসা রোগীদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে তাদের ক্লিনিকে নিয়ে যায়। এছাড়া বিভিন্ন ভাবে রোগীদের ফাঁন্দে ফেলে হয়রানী ও অর্থ লুটে

নেয়।

ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারকের কাছে দালাল চক্রের এই সদস্যরা মানুষকে হয়রানী করার দোষ স্বীকার করায় ভ্রাময়মান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাদের প্রত্যেককে ১০০০ টাকা করে জরিমানা করেন।

এবার গাংনীতে ডায়রিয়ার প্রাদূর্ভাব। এক সপ্তাহে শতাধিক আক্রান্ত

মেহেরপুরের পর এবার গাংনীতে ডায়রিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে আশংকাজনকহারে। এ উপজেলায় গত ২৪ ঘন্টায় প্রায় ২৫ জন ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এছাড়া গত এক সপ্তাহে আক্রান্ত হয়েছেন ৯০ জন। ডায়রিয়ায় আক্রান্তদের মধ্যে শিশু ও নারীর সংখ্যা বেশী।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূএ থেকে জানা গেছে, প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় ভর্তি হচ্ছেন রোগী। হাসপাতালের ডায়রিয়া আক্রান্তদের জন্য আলাদা কোনো বেড না থাকায় সাধারণ রোগীদের সাথেই গাঁদা গাদি ঠাঁসাঠাসি করে তাদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া হাসপাতালের মেঝেতে বারান্দায় রাখতে হচ্ছে তাদের।

জরুরী বিভাগে কর্মরত উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (স্যাকমো) শরীফুল ইসলাম জানান, গত এপ্রিল মাসে ডায়রিয়ার প্রাদূর্ভাব বেশী হয়েছিল। কিছু যেতে না যেতেই আবারও শুরু হয়েছে ডায়রিয়া। এটা অস্বাভাবিক বলে জানালেন তিনি।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সরের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. আশরাফুল ইসলাম লিটন বলেছেন, ডায়রিয়ায় আক্রান্তদের চিকিৎসার কোনো সংকট নেই। তাবে, রোগীরা আসছেন তাদের শেষ সময়ে। যখন শরীরের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়ছেন তখন তারা চিকিৎসা নিতে

আসছেন। হাসপাতালে চিকিৎসা এবং ওষধপত্রের সংকট নেই বলেও জানান তিনি। এসময় বাসি, পচা খাবার না খাওয়া, ফলফলাদি খাওয়ার সময় ভাল করে ধুয়ে পরিস্কার করে খাওয়া এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য পরামর্শ দেন তিনি।
উল্লেখ্য, ২৫০ সয্যার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে এক সপ্তাহে পাঁচ শতাধিক ডায়রিয়া আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছে।

মেহেরপুর হাসপাতালে ২৪ ঘন্টায় ভর্তি ১০৮ ডায়রিয়া রোগী

মেহেরপুরে পানিবাহিত রোগ ডায়রিয়া প্রকোপ আকার ধারণ করেছে। গত রবিবার সকাল থেকে গতকাল সোমবার সকাল পর্যন্ত ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১০৮ জন। এর মধ্যে ১৭ জনের শরীরে কলেরা জীবণু শনাক্ত হয়েছে।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের ডায়রিয়া ওয়ার্ডে ৪ দিনের ব্যবধানে ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগী ভর্তি হয়েছেন ৩২৪ জন। এসব রোগীদের মধ্যে চিকিৎসা নিয়ে হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২৩১ জন।

ডায়রিয়া ওয়ার্ডের নার্স ইনচার্জ নিপু আক্তার জানান, প্রতিদিনই ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগী আসছেন হাসপাতালে। রোগীদের অধিকাংশই পুরুষ এবং বয়সে তরুণ। ২৫ জন সেবিকা (নার্স) ছাড়াও অন্যান্য ওয়ার্ড থেকে নার্স এনে ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীদের সেবা দেওয়া হচ্ছে।
এদিকে হঠাৎ ডায়রিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় চিন্তাই পড়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ইতোমধ্যে আইইডিসিআরকে জানানোর পাশাপাশি নিয়েছেন বাড়তি ব্যবস্থা। তবে স্যালাইনসহ অন্যান্য ওষুধপত্র ও চিকিৎসাসেবা ভাল রয়েছে বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ইতোমধ্যে আইইডিসিআর থেকেও একটি টিম এসে ডায়রিয়া পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গত এপ্রিল মাসের ২০ দিন যেতে না যেতেই বৃদ্ধি পেয়েছে ডায়রিয়ার প্রকোপ। হাসপাতালে গড়ে প্রতিদিন

ভর্তি থাকছেন ১০০ থেকে ১২০ জনের কাছাকাছি রোগী। হাসপাতালে ডায়রিয়া রোগীদের জন্য ১০ শয্যা সংরক্ষণ থাকলেও রোগীর সংখ্যা বাড়ায় হাসপাতালের তিন তলা বিশিষ্ট একটি আবাসিক ডরমেটরিতে ডায়রিয়া ওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। রোগীদের জন্য সেখানেও সংকুলান হচ্ছেনা। ডরমেটরিতে স্থাপিত ওয়ার্ডের প্রতিটি রুমে ৪ জন করে ও হাসপাতালের বারান্দাসহ বিভিন্ন স্থানে গাঁদাগাঁদি, ঠাঁসা ঠাসি করে শুয়ে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে রোগীদের।

ডায়রিয়া আক্রান্ত আলমগীর হোসেন, নিগার নেছা বলছেন, হাসপাতাল থেকে স্যালাইনসহ বেশ কিছু ওষুধ পাওয়া গেলেও বাইরে থেকেও কিছু ওষুধ কিনতে হচ্ছে। তবে নার্সদের সেবায় তারা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

তবে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের ভিড়ে স্বজনরাও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বলে জানালেন ডায়রিয়া আক্রান্ত ভর্তি রোগী মেহেরপুর শহরের তাতিপাড়ার ইফতি খাতুন।

হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) মোখলেছুর রহমান জানান, ডায়রিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ মেহেরপুর পৌর এলাকার বিভিন্ন মহল্লার বাসিন্দা। পরিবারের একজন আক্রান্ত হলেই বাকিরাও ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছেন। এপ্রিল মাসে সারাদেশের ন্যায় মেহেরপুর জেলাতেও ডায়রিয়াতে প্রচুর আক্রান্ত হয়েছিল। মাত্র ২০/২৫ দিনের ব্যবধানে আবারও ডায়রিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে, এটা অস্বাভাবিক।

আইইডিসিআর এর সহকারী মাঠ গবেষক রেজাউল করীম বলেন, আমরা মেহেরপুরসহ ২২ টি জেলাতে কলেরার গবেষণা কাজ করছি। গত চার দিনে হঠাৎ এ জেলাতে ডায়রিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২৭ জন ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীর স্যাম্পল পরীক্ষা করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১৭ জনের শরীরে কলেরার জীবাণু সনাক্ত হয়েছে। যা বাংলাদেশের কোনো জেলাতে হয়নি। বিষয়টি উদ্বেগজনক। তিনি বলেন যাদের শরীরে কলেরার জীবাণু পাওয়া গেছে তাদের অধিকাংশই শহরের মধ্যে’র বাসিন্দা।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডাক্তার জমির মো: হাসিবুস সাত্তার বলেন, ডায়রিয়া মূলত পানিবাহী রোগ। এছাড়া রাস্তার খাবার, বাসি-পচা খাবার খেলেও ডায়রিয়া হতে পারে। তবে ডায়রিয়া হবার মূল কারণ দূষিত পানি। খাবার পানিসহ নিত্য ব্যবহার্য পানিও হতে হবে বিশুদ্ধ এবং নিরাপদ।

চিকিৎসক সোনিয়ার বিরুদ্ধে আদালতের স্বপ্রনোদিত মামলা

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের গাইনি ও প্রসূতি (কনসালটেন্ট) সোনিয়া আহমেদের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর আদালতের বিজ্ঞ বিচারক স্বপ্রনোদিত হয়ে মামলা দায়ের করেছেন। মেহেরপুর আমলী আদালতের প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ’র স্বপ্রণোদিতভাবে বিষয়টি আমলে নিয়ে এই মামলাটি করেন। বিজ্ঞ আদালতের বিশেষ নির্দেশের প্রেক্ষিতে নথি উপ¯’◌াপন করা হলো বলে উল্লেখ করেন তিনি। উল্লেখ্য, গত ১৪ মে/২০২২ ইং তারিখে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় প্রথম পাতায় “ মেহেরপুরে চিকিৎকের নির্দেশিত ক্লিনিকে সিজার না করাই রোগীর প্রতি অবহেলা, ডা. সোনিয়া আহমেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তদন্ত কমিটি গঠণ” শীরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়।
গাইনী ও প্রসূতি (কনসালটেন্ট) ডা. সোনিয়া আহমেদের মনোনীত ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তার নির্দেশিত ক্লিনিকে না নেয়ায় রোগীর স্বজনদের উপর ক্ষিপ্ত হন এই গাইনী ও প্রসূতি (কনসালটেন্ট)। শুধু ক্ষিপ্তই হননি ডা. সোনিয়া আহমেদ। দিয়েছেন দেখে নেয়াসহ নানা ধরণে হুমকী।
২৫০ সয্যা বিশিষ্ট মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের গাইনী ও প্রসূতি (কনসালটেন্ট) ডা. সোনিয়া আহমেদের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ এনে তত্বাবধায়ক বরাবর লিখিত অভিযোগ দেন মোছা: খালেদা নামের এক প্রসূতি রোগীর স্বামী মো: হালিম নামের ভূক্তভোগী।
এঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠণ করে ৭ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ দেন।
২৫০ সয্যা বিশিষ্ট মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডাক্তার আশিষ দেবনাথকে প্রধান করে গঠিত তিন সদস্যের কমিটিতে রয়েছেন আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাক্তার মোখলেচুর রহমান ও ডাক্তার শান্তনা (এনে¯’সিয়া)।
শনিবার থেকে এ তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি তদন্ত শেষে করে ৭ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
অভিযোগকারী মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের মো: হালিম

জানান, আমার সন্তান সম্ভাবা স্ত্রী মোছা: খালেদাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালের গাইনি বিশেষজ্ঞ ডা. সোনিয়া আহমেদের কাছে দেখানো হয়। ডা. সোনিয়া আহমেদ আমার স্ত্রী দেখার পর তার তত্ত্বাবধানে একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে সিজার করার পরামর্শ দেন। আমি অর্থনৈতিকভাবে অস্বচ্ছল হওয়ায় তার নির্দেশিত ক্লিনিকে না গিয়ে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালেই সিজার করার জন্য নিয়ে যায়।

সেখানে চলতি বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি হাসপাতালের নিয়ম মেনে গাইনি বিশেষজ্ঞ ডা. সোনিয়া আহমেদকে দিয়ে আমার স্ত্রী সিজারিয়ান অপারেশন করানো হয়। অপারেশন থিয়েটারে ঢোকার আগেই ডা. সোনিয়া আহমেদ আমাদের হুমকি দিয়ে বলে, তোদের দেখে নেব, তোরা ওপরে ফোন দিয়ে আমাকে দিয়ে জোর করে হাসপাতালে সিজার করাচ্ছিস। আমি যে সিজার করাতে বললাম সেখানে করলি না, বাড়ি যা বুঝতে পারবি। সিজারের কিছুদিন পর থেকেই আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। পেটে জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকে। পরে ডা. সোনিয়া আহমেদের কাছে পুনরায় নিয়ে গেলে ১৪ মার্চ তিনি আবারও হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে নেন। সিজারের স্থানে ইনফেকশন হয়েছে বলে জানান তিনি। পরে আমার স্ত্রীকে হাসপাতালে পুনরায় অপারেশন করেন।দ্বিতীয়বার অপারেশন করার পর সেলাই না করে ১২ দিন হাসপাতালে রাখেন ডাক্তার সোনিয়া। আমাদের রোগীকে দেখার জন্য তাকে বারবার অনুরোধ করলেও দেখতে দেইনি সে। রোগীকে সেলাই না দিয়েই ফেলে রাখে তাকে। আমরা রোগীকে আল্ট্রাসনো করতে চাইলেও সে তা করতে দেইনি আমাদের। রোগীকে ছাড়পত্রও দেননি তিনি। অপারেশনের ১২দিন পর সেলাই করেন ডাক্তার সোনিয়া।

মেহেরপুর হাসপাতালে চিকিৎসককে লাঞ্ছিত করলেন রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিসের মালিক লতিফ

(ভিডিওসহ)

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে সদ্য যোগদান করা মেডিকেল অফিসার ডা. আবু হাসান মোহাম্মদ ওয়াহেদ (রানা) কর্তব্যরত অবস্থায় লাঞ্চিত হলেন এক ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিকের কাছে।

গত বৃহস্পতিবার রাতে কর্তব্যরত অবস্থায় হাসপাতালের ইমার্জেন্সী চিকিৎসকের রুমে অনধিকার প্রবেশ করে রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিস এর মালিক আব্দুল লতিফ তাকে অশ্রাব্য ভাষা গালিগালাজসহ হুমকি প্রদান করেন। এর পর থেকে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। ওই ঘটনার একটি ভিডিও চিত্র মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে এসে পৌছেছে।

ভিডিও টি নিয়ে কথা হয় হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা ডা. মোখলেসুর রহমানের সাথে, তিনি বলেন, চিকিৎসক যদি অপরাধ করে থাকেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ আছে। কিন্তু বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্র্তৃপক্ষকে না জানিয়ে সরকারি দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের মালিক তার সাথে যে ভাষায় কথা বলেছেন এবং হুমকি প্রদান করেছেন তা ক্ষমার অযোগ্য। এর পর থেকে ওই চিকিৎসক হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। এমনকি আমাদের সাথে যোগাযোগও বন্ধ করে দিয়েছেন।

লাঞ্চিত চিকিৎসক আবু হাসান মোহাম্দ ওয়াহেদের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। ঘটনার পর থেকে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকায় কারো সাথে যোগাযোগ করছেন না এমনটি খবর পাওয়া গেছে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. রফিকুল ইসলাম বলেন, ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের কোন মালিক হাসপাতালে এসে কোন চিকিৎসককে অশালিন ভাষায় কথা বলতে পারেন না অথবা হুমকি প্রদান করতে পারেন না। এ বিষয়ে রাবেয়া ডায়াগনষ্টিক সেন্টার মালিক আব্দুল লতিফের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তবে এ ব্যাপারে রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিসেস এর মালিক আব্দুল লতিফের মোবাইলে শনিবার দুপুর পৌনে ২টার দিকে ফোন করা হয়। ফোন বন্ধ থাকায় তার সাথে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

মেহেরপুর হাসপাতালের বড়বাবু হাবিব কোটিপতি!

১২তম গ্রেডের কর্মচারী হিসেবে ২১৩৮০ টাকা স্কেল অনুযায়ী সর্বসাকূল্যে ৩১ থেকে ৩২ হাজার টাকা মাসিক বেতন পান মীর হাবিবুর রহমান। বর্তমানে তিনি মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের প্রধান অফিস সহকারী কাম হিসাবরক্ষক (বড়বাবু) পদে কর্মরত রয়েছেন। করেননা কোন ব্যবসাও। চাকরিবিধি অনুযায়ী ব্যবসাও করতে পারবেন না। কিন্তু আলাদিনের চেরাগ পাওয়ার মত কয়েক কোটি টাকা সম্পদের মালিক বনে গেছেন তিনি। তার এ সম্পদের উৎস কি? এ নিয়ে হাসপাতালের স্টাফদের মধ্যে চলে আলোচনা।

মীর হাবিবুর রহমান হাবিব একই কর্মস্থলে রয়েছেন ১৩ বছর। এর আগে গানী উপজেলা হাসপাতালে ছিলেন ১৪ বছর। একই জেলায় দীর্ঘদিন থাকায় হাসপাতালের মেডিকেল যন্ত্রপাতি (এমএসআর) ঔষধসহ বিভিন্ন দ্রবাদি, রোগীদের খাবার, মেইনটেনেন্স এমনকি সবক্ষেত্রেই ঠিকাদারদের সাথে তৈরি হয়েছে সখ্যতা। সেখান থেকে কমিশন বাণিজ্যর মাধ্যমে তিনি অর্থবিত্তের মালিক বনে গেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও হাসপাতালেল দুটি এ্যাম্বুলেন্সকে তিনি নিজের মত করে ব্যবহার করেন। অভিযোগ রয়েছে এ্যাম্বুলেন্সে করে তার স্ত্রী, মেয়েসহ পরিবারের সদস্যদের গাংনীসহ বিভিন্ন স্থানের যাতায়াত করেন প্রতিনিয়ত।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, প্রতিবছর কমপক্ষে চার কোটি টাকার এমএসআর ক্রয় করা লাগে। কোন কোন বছর অতিরিক্ত বরাদ্দও দিতে হয়।

যখন যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে তখন সেই এমপির সাথে সখ্যাতা গড়ে তুলেন মীর হাবিবুর রহমান। ২০১৯ সালে জাতীয় নির্বাচন কালীন সময়ে বিভিন্ন গোয়েন্দা বিভাগের তদন্ত প্রতিবেদনের ফলে তাকে বরিশালে বিভাগে বদিল করা হয়। কিন্তু ক্ষমতাবলে তিনি সেই বদলি আদেশ পরিবর্তন করে একই স্থানে রয়েছেন।

মীর হাবিবুর রহমানের সম্পদ অনুসন্ধান করে জানা গেছে, মেহেরপুর শহরের নতুন পৌর ঈদগাহের সামনে তিন তলা ভবন একটি, পাশেই একতলা

আরেকটি ভবন একটি মহিলা মাদ্রাসাকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। জমিসহ ভবন দুটির মূল্যে কোটি টাকার বেশি হবে। গাংনী বাজারের স্মরণিকা মার্কেটে হাবিবা লেডিস কর্ণার নামের গার্মেন্টস, যেখানে প্রায় অর্ধকোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। নিজ গ্রাম মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুরসহ বিভিন্ন স্থানে ২৫ থেকে ৩০ বিঘা জমি ক্রয় করেছেন। যার মূল্যে কোটি টাকার বেশি। মীর হাবিবুর রহমানের তিন মেয়ে ও এক পুত্র সন্তান। ছেলে একটি নামকরা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে সিএসই কম্পিউটার সায়েন্স এ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের লেখাপড়া করে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হাসপাতালেল কয়েকজন চিকিৎসক ও স্টাফ জানান, হাসপাতালের বড়বাবু হাবিব কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন শুধুমাত্র কমিশন বাণিজ্য করে। দীর্ঘদিন একই কর্মস্থলে থাকার কারণে তিনি এই সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়া বড়বাবু হওয়ার কারণে তার বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বলতে পারেন না। দ্রুত তার সম্পদের তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

হাসপাতালের এক এ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার জানান, বড়বাবু যা বলে তাই করতে হয়। হাসপাতালের দুটি এ্যাম্বুলেন্সকেই তিনি নিজের প্রয়োজনের ব্যবহার করেন। আমরা ছোট চাকরি করি। আমাদের চাকরি হারাতে হয় এমন কোন নিউজ করেননা ভাই।

প্রধান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক মীর হাবিবুর রহমানের সাথে কথা হলে তিনি বলেন, মোবাইলে সব কথা বলা যায় না। পৈত্রিক সম্পত্তি পেয়েছি ৮বিঘা। পরে আমি কিছু কিনেছি। সব মিয়ে ১৫ থেকে ১৬ বিঘা জমি হবে। এছাড়া বিভিন্ন সময় বড় জামাইয়ের সাথে ভূষি মালের ব্যবসা করি। এভাবেই টাকা হয়েছে। কমিশন বাণিজ্যসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধার বিষয়ে তিনি বলেন, কিছু লোক আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এসকল তথ্য রটিয়েছে।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. রফিকুল ইসলাম বলেন, প্রধান সহকারী মীর হাবিবুরের রহমানের বিরুদ্ধে এখনো পর্যন্ত কোন অভিযোগ পাইনি। কমিশন বাণিজ্য, এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহারের বিষয়গুলো প্রথম শুনলাম। অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। একই সঙ্গে তিনি যদি এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার করে থাকেন তাহলেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।